দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ৭

ভেটেরিনারী কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চলতি সেশন হতে শুরু হচ্ছে

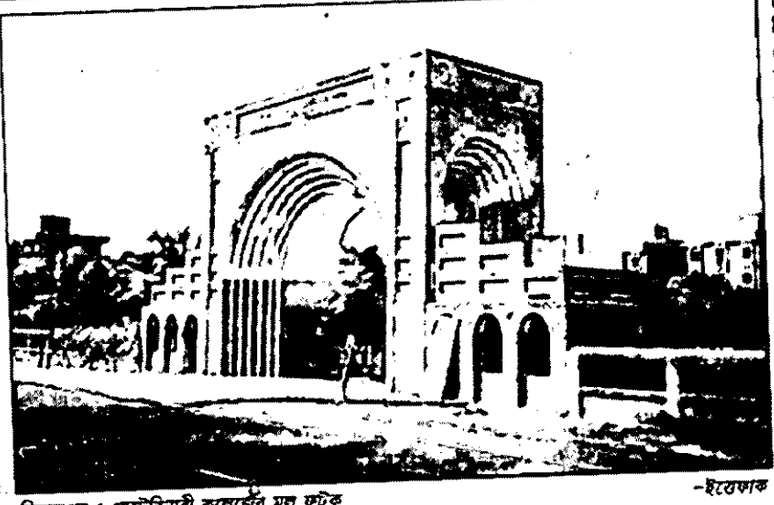

দিনাজপুর ঃ ভেটেরিনারী কলেজের মূল ফটক —ইত্তেফাক

দিনাজপুর সংবাদদাতা ॥ দিনাজপুর সরকারী ভেটেরিনারী কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম চলতি সেশন হতে শুরু হচ্ছে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে জানুয়ারীর পরিবর্তে মার্চ /০৩ হতে শুরু হবে সেশন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, দিনাজপুর সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। চলতি সেশন থেকে ৪ বছর মেয়াদী (স্নাতক) ভেটেরিনারী সায়েন্স এন্ড এনিমেল হাজবেন্ড্রির ক্লাস শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেটে অনুরূপ কলেজ রয়েছে আরও ৩টি। এটিসহ কলেজের সংখ্যা দাঁড়াবে দেশে মোট ৪। ১৯৯৭ সালে কলেজটি শুরু করার কথা ছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে কলেজটিতে কর্মরত রয়েছেন একজন অধ্যক্ষ ও শিক্ষকসহ ৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। কলেজে পদ রয়েছে একজন অধ্যক্ষ ও শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ ১৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। কলেজটির অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১৯ কোটি ৬ লাখ ৩৯ হাজার টাকা। এটির জমির পরিমাণ হচ্ছে ১০ একর। এই টাকায় ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে চারতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন ছাত্রাবাস। এছাড়া আরও নির্মিত হয়েছে জিমনেশিয়াম, মিনি ডেইরি ফার্ম, অডিটরিয়াম, অধ্যক্ষসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য বাসভবন। নির্মাণ করা হয়েছে মসজিদ এবং ডরমেটরি ভবনও। কলেজটি থেকে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের অনেক ছাত্র-ছাত্রী পশু সম্পদ চিকিৎসা বিষয় উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবেন। এ প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ পশু সম্পদ বিজ্ঞানী প্রফেসর ডব্লিউ আই আফজাল হোসেন জানান, কলেজটি উন্নতি লাভ করলে অত্রাঞ্চলের মানুষ পশু সম্পদ উন্নয়নের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবে। সেই সঙ্গে উন্নয়ন ঘটবে আর্থ-সামাজিক অবস্থারও। এতে করে বেকারদের সংখ্যা কমে যাবে, গড়ে তুলতে পারবে পশু ও হাঁস মুরগির খামার।

কলেজটির লোকেশন চমৎকার। দিনাজপুর শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে হাজী মোঃ মোহাম্মদ দানেশ ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। এর পাশ দিয়ে গেছে দিনাজপুর-সৈয়দপুর-ঠাকুরগাঁও মহাসড়ক। যোগাযোগ ব্যবস্থাও অতি উন্নত। কলেজ থেকে প্রদান করা হবে পশু পালন ও চিকিৎসা বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে ভিডিএম (কম্বাইন্ড ডিগ্রী)। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে এই কোর্সটি দুটি ফ্যাকাল্টি পড়ানো হয়। কলেজটি প্রতিষ্ঠা পেলে পশু চিকিৎসাসেবা বৃদ্ধি পাবে। এতে করে লাভবান হবেন এ অঞ্চলে পশু পালন খামার মালিকরা। দেশে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি এ ধরনের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বস্তুমুখী ও জীবনধর্মী শিক্ষায় মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং এর ফলে কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পশু ও কৃষি প্রযুক্তির প্রসার ঘটবে।

কলেজটির ছাত্র আসন সংখ্যা ৫০। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য একটি এবং তফশিলীভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য একটি এই দুটি আসন সংরক্ষিত থাকবে। ছাত্রদের জন্য ২৬৫ এবং ছাত্রীদের জন্য ৫৬ আসনের পৃথক পৃথক হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে যাত্রা শুরুর জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন প্রায়।

কলেজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য। রুক্ষ প্রান্তরে বৃক্ষরোপণ করে এই সৌন্দর্য তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন কলেজের বৃক্ষপ্রেমী অধ্যক্ষ প্রফেসর ডব্লিউ আই আফজাল হোসেন। কলেজ চত্বরে তিনি রোপণ করেছেন বিভিন্ন ফলজ, বনজ বৃক্ষ ছাড়াও দুর্লভ প্রজাতির ফুল গাছ। তিনি নিজে এসব গাছ-গাছালি, বৃক্ষাদিই শুধু রোপণ করেননি এগুলোর পরিচর্যাও করেছেন এবং করছেন। তবে শুধু বাগিচা রচনাই নয় কলেজটিকেও তিনি এভাবেই সযত্নে বিনির্মাণ করতে চান। এ ব্যাপারে তিনি আন্তরিক নিষ্ঠা এবং অদম্য বাসনা নিয়ে নিবিড় প্রয়াসে প্রয়াসী।